তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক বাংলাদেশ ২০১৯

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

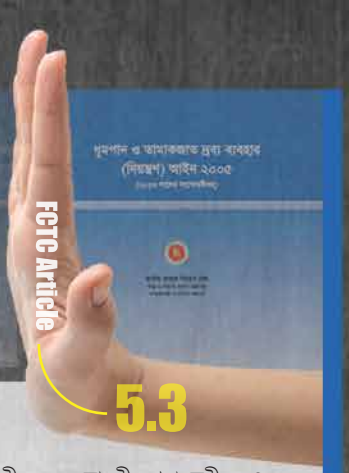

২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকারস' সামিট এর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের পূর্বেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দীর্ঘমেয়াদী একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। ইতোমধ্যে ৩ বছর অতিবাহিত হলেও তামাক নিয়ন্ত্রণে ধীর গতির কারণে নির্ধারিত সময়ে এই লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়ার আশংকা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৪ সালে WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) অনুসমর্থন করে। এফসিটিসি'র বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা পূরণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনার কারণে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহার ৪৩.৩ শতাংশ (২০০৯ সাল) থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে ৩৫.৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।[১] এই অগ্রগতি সন্তোষজনক, তবে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। তামাক কোম্পানির অব্যাহত হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, বিশেষত তামাকের চাহিদা ও সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপসমূহ দুর্বল এবং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক ২০১৯' এ প্রাপ্ত স্কোর ৭৭, যা গতবছর ছিল ৭৮। অর্থাৎ আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নে সরকারের অগ্রগতি/স্কোর এবছরও সন্তোষজনক নয়। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা তথা তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা/পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ এখনও তামাক কোম্পানির শক্তিশালী হস্তক্ষেপ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রধান করণীয় হবে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামাক ব্যবসা থেকে সরকারের বিনিয়োগ বা অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করা। কারণ, বহুজাতিক তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে ৬ জন উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা মনোনীত থাকায় তামাক কোম্পানির পক্ষে বিগত বছরে সরকারের প্রশাসনযন্ত্রে অবাধে প্রবেশ করে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহে হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়েছে। সার্বিকভাবে, এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর আলোকে নীতিমালা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন চলমান পরিস্থিতির পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে। গবেষণায় সরকার তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপসমূহ কিভাবে আমলে নিয়েছে এবং সেগুলো মোকাবিলায় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ গাইডলাইনের[২] আলোকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)[৩] কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে সাতটি বিভাগে মোট ২০টি প্রশ্নের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেবল সকলের জন্য উন্মুক্ত উৎস (publicly available) যেমন, সরকারি ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, তামাক কোম্পানির প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী, অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরে স্কোর ১ থেকে ৫ এবং কিছু ক্ষেত্রে উত্তর 'না' হলে ১ এবং 'হ্যাঁ' হলে স্কোর ৫ প্রদান করা হয়েছে। স্কোর যত কম, আর্টিক্যাল ৫.৩ প্রতিপালন তত সন্তোষজনক।

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির অংশগ্রহণ

যখনই সরকারের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তখনই তামাক কোম্পানি হস্তক্ষেপের নতুন পথ খুঁজে বের করেছে। যেমন, বাংলাদেশ বিড়ি মালিক সমিতি অর্থমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব জমা দেয় যার মধ্যে ছিলো বিড়ির কর হ্রাস এবং বিড়ি শিল্পকে কুটির শিল্পের মর্যাদা প্রদান। পরবর্তীতে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে ফিল্টারবিহীন বিড়ির দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়। তবে সরকার আর্টিক্যাল ৫.৩ গাইডলাইনের সুপারিশ নং ৪.৯ এবং ৮.৩ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেছে এবং FCTC Conference of Parties (COP) এবং এ সংশ্লিষ্ট কোন সভায় সরকারি প্রতিনিধি দলে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি, যা প্রশংসনীয়।

তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম

তামাক কোম্পানি পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কর্মসূচিতে সরকারি কর্মকর্তাগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে, যা এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ সংক্রান্ত গাইডলাইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ৮ কোটি ৮২ লাখ টাকা প্রদান করেছে। বিএটিবির একটি প্রতিনিধি দল তৎকালীন প্রতিমন্ত্রীর কাছে চেক এর মাধ্যমে এই অর্থ হস্তান্তর করে।

তামাক কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান

সরকার তামাক কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণে বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করেছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তামাক কোম্পানি, জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটিআই)-কে বাংলাদেশে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ১.৪৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যে স্থানীয় আকিজ গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান কিনে নেয় কোম্পানিটি। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহের লক্ষ্যে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে এক বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিএটিবিকে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি কর অব্যাহতি প্রদান করেছে। এনবিআর ৮ জুন ২০১৮ তারিখে একটি বিশেষ আদেশ জারি করে ইতিপূর্বে ১ জুলাই ২০১৭ তারিখে জারিকৃত আদেশ রহিত করে, যেখানে নিম্নস্তরের আন্তর্জাতিক ব্রান্ডের সিগারেটের ওপর কর বৃদ্ধি করা হয়েছিলো। অন্যদিকে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে প্রচলিত এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস প্রথা বাতিল করে খুচরা মূল্যের উপর কর আরোপ করা হলেও চূড়ান্ত বাজেটে সেই অবস্থান থেকে সরে

> দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামাক ব্যবসা থেকে সরকারের বিনিয়োগ বা অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করা। বহুজাতিক তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা মনোনীত থাকায় তামাক কোম্পানির পক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহে হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়েছে।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক বাংলাদেশ ২০১৯

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

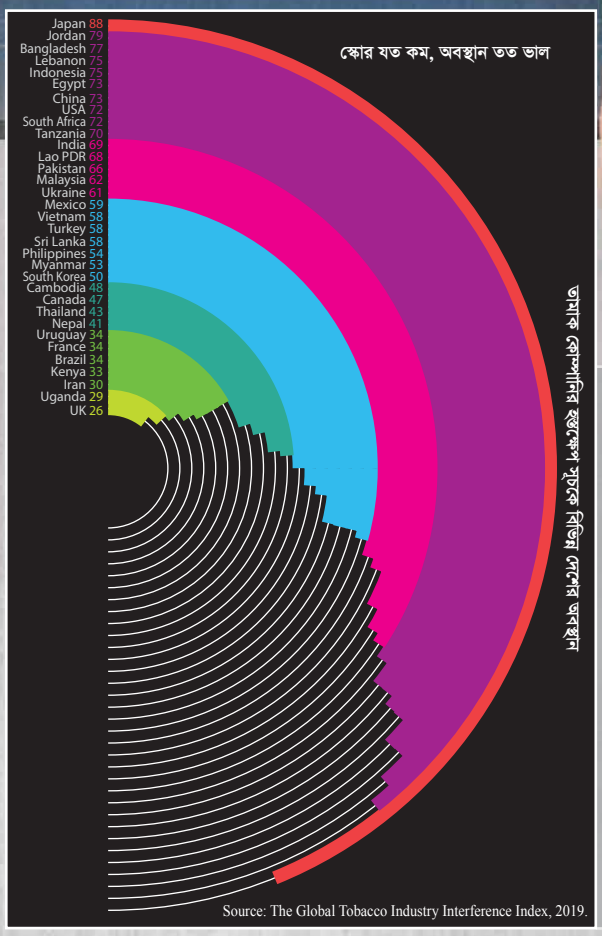

আসে সরকার, ফলে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় ১১৮% বেশি আয় করার সুযোগ পায়।

তামাক কোম্পানির সাথে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ

তামাক কোম্পানি ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে অসংখ্য যোগাযোগের নজির দেখা গেছে ২০১৮ সালে। এসব যোগাযোগের বেশিরভাগই হয়েছে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিএটিবির সাথে। যেমন, উইমেন লিডারশিপ সামিটে 'মোস্ট ফিমেল ফ্রেন্ডলি অর্গানাইজেশন' এর পুরস্কার তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা; 'বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' এর পুরস্কার দেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর তৎকালীন এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান এবং 'আইসিএবি বেস্ট প্রেজেন্টেড অ্যানুয়াল রিপোর্ট' এর পুরস্কার তুলে দেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী।

স্বচ্ছতা সংক্রান্ত পদক্ষেপ

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এনবিআর তামাকপণ্যের প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী আইনানুগভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি বৈঠকের আয়োজন করে যেখানে বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ) এবং সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লি. কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অথচ বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ডাকা হয়নি। আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী যেকোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানি, তামাক কোম্পানির সহযোগী সংস্থা এবং পক্ষভুক্ত লবিস্টদের পরিচয় প্রকাশ অথবা নিবন্ধন গ্রহণ অত্যাবশ্যক। তবে এ সংক্রান্ত কোন নীতি এখনও গ্রহণ করা হয়নি।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব

সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর ৯.৪৮% শেয়ার রয়েছে। একইসাথে বিএটিবি'র পরিচালনা পর্ষদে সরকারের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যুক্ত রয়েছেন। তামাক কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখার ক্ষেত্রে সরকারি এসব কর্মকর্তার অবস্থান পরস্পরবিরোধী। এছাড়াও তামাক ব্যবসায় অংশীদারিত্বের সুবাধে সরকারের প্রশাসনযন্ত্রে মিশে গিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহে হস্তক্ষেপ করা তামাক কোম্পানির জন্য সহজ হয়েছে। ফলে, জনস্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার জন্য আর্টিক্যাল ৫.৩ এর গাইডলাইনে বিভিন্ন সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হলেও সরকার এর প্রায় কোনটিই এখনও গ্রহণ করেনি। তামাক কোম্পানির সাথে সরকারের সকল যোগাযোগের নথি প্রকাশ করার কোন প্রক্রিয়া কিংবা নীতিমালা বর্তমানে নেই। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর খসড়া গাইডলাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে দশ (১০) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি ইতোমধ্যে দুটি খসড়া আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে, একটি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর জন্য, অন্যটি সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য। খসড়া দুটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এদিকে, 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ (আদায় ও পরিশোধ) বিধিমালা ২০১৭' অনুসারে প্রতি মাসে তামাক কোম্পানির রাজস্ব বিবরণী এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ জমার বিবরণী সরকারকে প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তামাক কোম্পানির মার্কেট শেয়ার, বিপণন ব্যয়, রাজস্ব, সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক অনুদান সংক্রান্ত তথ্য প্রভৃতি প্রদানের কোন বিধান এখনও নেই।

সুপারিশমালা

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকতে সরকারকে অবশ্যই এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর্টিক্যাল ৫.৩ এর সকল শর্ত পূরণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে:

১. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার/বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে হবে। আর্টিক্যাল ৫.৩ এর সুপারিশ ৭.২ এ যেসব দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তামাক শিল্প নেই, তাদের তামাক ব্যবসায় বিনিয়োগ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এই বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানি অনায়াসে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্টিক্যাল ৫.৩ এর বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য স্বাস্থ্যখাত ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে অর্থ, শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করতে হবে।

৩. তামাক কোম্পানি এবং এর প্রতিনিধিদের সাথে সকল যোগাযোগের তথ্য এবং নথি সরকারকে প্রকাশ করতে হবে।

৪. তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করার যেকোন অনুষ্ঠানে সরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে। আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুযায়ী তামাক কোম্পানির সকল সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব এড়াতে সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দকে তামাক কোম্পানির পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে।

৫. রপ্তানি শুল্ক ও ভ্যাট অব্যাহতিসহ তামাক কোম্পানিকে প্রদত্ত সকল সুবিধা প্রত্যাহার করতে হবে। তামাক চাষে ভর্তুকিকৃত সার ব্যবহার নিষিদ্ধের বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. নতুন কোনো বিদেশি তামাক কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। ৪৯ শতাংশ তরুণ জনগোষ্ঠির এই দেশ এখন তামাক ব্যবসায়ীদের আকর্ষণীয় লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

৭. তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ বা আলোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে।

[1] Global Adult Tobacco Survey (GATS). Bangladesh 2017. Available at: www.searo.who.int/bangladesh/gatsbangladesh2017fs14aug2018.pdf?ua=1

[2] Framework Convention on Tobacco Control. Guidelines for implementation of FCTC Article 5.3, Geneva 2008, [decision FCTC/COP3(7)]. Available at: www.who.int/fctc/treaty_instruments/Guidelines_Article_5_3_English.pdf?ua=1

[3] Assunta, M. Dorotheo, E. U.. SEATCA Tobacco Industry Interference Index: a tool for measuring implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 5.3. April 2015. Available at: tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2015/04/23/tobaccocontrol-2014-051934

PROGGA *Knowledge for Progress*
www.progga.org
www.tobaccoindustrywatchbd.org